বিষয়বস্তুঃ খতমে নবুওয়াত

জুমাদাল উখরা মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১০ জুমাদাল উখরা ১৪৪৬ হিজরী, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৬৩

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উখরা মাসের ১০ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথমে বলে রাখি, ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবীর জন্য যেমন আমাদের আমল-আখলাক সঠিক ও সুন্দর হওয়া জরুরী, অনুরূপভাবে আমাদের আকীদাহ বা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ সঠিক ও নিখুঁত হওয়া জরুরী। বরং আমলের ভুল-ভ্রান্তির চেয়ে আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তি খুবই মারাত্মক ও বিপদজ্জনক। কারণ, নেক আমল

কবুল হওয়ার শর্ত হল আকীদাহ শুদ্ধ হওয়া। আকীদাহ বিশুদ্ধ না হলে মানুষের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়। আকীদাহ মানে, বিশ্বাস। যেমন, আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক; তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা বিশ্বাস করি, হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। অনুরূপভাবে, আকীদাসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদাহ হল খতমে নবুওয়াতের আকীদাহ।

খতমে নবুওয়াতের অর্থ হল, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর এই পৃথিবীতে কোন নতুন নবী আসবেন না। নবী ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করবেন এই উম্মতের একজন সদস্য হিসাবে; তিনি নবী হিসাবে নিজের শরীয়ত নিয়ে আসবেন না।

যাইহোক, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টি এত সুস্পষ্ট যে, মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এটা জানে। প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত বিশ্ব মুসলিমের আকীদাহ এটাই।

মনে রাখবেন, খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি অতিশয় স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যুগে যুগে কিছু গোমরাহ মানুষ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে সরলমনা লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে নিজের উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলেনঃ

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

"অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যাবাদী পয়দা হবে। তারা সকলে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে; অথচ আমি হলাম শেষ নবী; আমার পর আর কোন নবী হবে না।" এ হাদীসটি সুনানে আবূ দাঊদের ৪২৫২ নম্বরে হযরত সাওবান রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে।

আমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারব যে, এ হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব স্পষ্ট ভাষায় ৫টি কথা ঘোষণা করেছেনঃ (১) তিনি হলেন শেষনবী। (২) তাঁর পরে বেশ কিছু নবুওয়াতের মিথ্যাদাবিদার পয়দা হবে। (৩) এমন মিথ্যা নবীদের সংখ্যা

হবে অন্তত ৩০ জন। (৪) তারা সকলে হবে মহামিথ্যুক। (৫) তারা সকলে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করবে। সুনানে আবূ দাঊদের ৪২৫২ নম্বর হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ৫টি কথা বলেছেন।

স্বয়ং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় মুসাইলামাহ ও আসওয়াদে আনাসী নামে দু'জন মহামিথ্যুক নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করেছিল। সম্প্রতি, আমাদের পাঞ্জাবে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নামে এক হতভাগা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার পয়দা হয়েছিল। বর্তমান তার বেশ কিছু অনুসারীও রয়েছে। তার অনুসারীরা নিজেদেরকে 'আহমাদী মুসলিম' বলে পরিচয় দেয়। খুব ভালো করে মনে রাখবেন, এরা কিন্তু অমুসলিম। এদেরকে সালাম করা যাবে না। এদের সাথে বিয়ে-শাদী করা যাবে না। এদের জানাযা পড়া যাবে না। এদেরকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। এটাই গোটা পৃথিবীর সর্বসম্মত ফতওয়া।

ব্রাদারানে ইসলাম ! নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষনবী হওয়ার আকীদাহ কুরআন মজীদের প্রায় ১০০টি আয়াত ও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২১০টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আজ আমরা কয়েকটি দলীল লক্ষ্য করিঃ

খতমে নবুওয়াতের দলীল কুরআন থেকেঃ

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

তরজমাঃ মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; তবে তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষনবী। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত।

আমরা সামান্য খেয়াল করলে বুঝতে পারব যে, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবীজি সম্পর্কে ৩টি কথা বলেছেনঃ (১) মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পুরুষের পিতা নন। (২) তিনি আল্লাহর রসূল। (৩) তিনি হলেন শেষনবী।

আমরা অনেকে জানি, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোট ৪টি পুত্র সন্তান ছিলেন। কাসিম, তয়্যিব, তাহির ও ইব্‌রাহীম । কিন্তু তাঁরা সকলে শৈশবে মারা গিয়েছিলেন। তাই উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, নবীজি কোন পুরুষের পিতা নন। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষনবী। এটাই আমাদের বিশ্বাস। এটাই হল খতমে নবুওয়াতের আকীদাহ।

আসলে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নতুন নবীর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, তাঁর মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়েগেছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা মা-ইদার ৩ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًاۚ

তরজমাঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের উপর আমার (ওহী নামক) নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য (কিয়ামত পর্যন্ত) দ্বীন-ইসলামকে পছন্দ করেছি।

এ আয়াতটি বিদায় হজ্জের ক্ষেত্রে আরাফার ময়দানে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের ৮১ দিন

পূর্বে নাযিল হয়েছিল। নবীজি তখন জাবালে রহমতের পাদদেশে নিজের 'আযবা' নামক উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। কুরআন মজীদের এ আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। অতএব, নতুন নবীর কী প্রয়োজন ?!......

খতমে নবুওয়াতের দলীল হাদীস থেকেঃ

ঈমানদার ভায়েরা ! বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষনবী হওয়া সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে যে, সেগুলি অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। ২১০টি হাদীস দ্বারা সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নতুন নবী আসবেন না।

সহীহ বুখারীর ৩৫৩৫ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত সেই লোকটির মত, যেব্যক্তি একটি অতীব সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছে; কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছে। লোকেরা প্রাসাদটির চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো আর প্রাসাদটির সৌন্দর্যতা দেখে অবাক হতে লাগল। আর তারা বলছিলঃ এই একটি ইটের জায়গা খালি কেন ? নবীজ বলেছেনঃ আমিই হলাম সেই শেষ ইটতুল্য; আমি হলাম সর্বশেষ নবী। এটা সহীহ বুখারীর ৩৫৩৫ নম্বর হাদীস।

এ হাদীসে প্রাসাদ বলতে নবূওয়াতের প্রাসাদ উদ্দেশ্য। আর ইট বলতে প্রত্যেক নবীকে বোঝানো হয়েছে। আর একটি ইটের জায়গা খালি থাকার অর্থ হল, একজন নবীর শুভাগমন বাকি ছিল। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সেই সর্বশেষ ইটতুল্য নবী। তাঁর আগমনে নবুওয়াতের প্রাসাদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

সুতরাং, তাঁর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন নবী আসার প্রশ্নই ওঠে না। এ জন্যই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ

বনী ইসরাঈলদেরকে পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখন কোন নবী ইন্তিকাল করতেন, তখন তাঁর জায়গায় অন্য নবী আসতেন। আর নিশ্চয় আমার পর কোন নবী নেই; অবশ্য আমার পর হবেন আমার নায়েবগণ; তাঁরা হবেন অনেক। এ হাদীসটি সহীহ বুখারীর ৩৪৫৫ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরাহ রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে।

সহীহ মুসলিমের ৫২৩ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

আমাকে ৬টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছেঃ (১) আমাকে অল্প কথায় বহু অর্থ ব্যক্ত

করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (২) আমাকে বিশেষ প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (৩) আমার জন্যে গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। (৪) আমার জন্য জমিনকে (তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে) পবিত্রতার উপকরণ ও নামায পড়ার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। (৫) আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি নবী করে পাঠানো হয়েছে। (৬) আমার দ্বারা নবীদের আগমনের সমাপ্তি ঘটেছে। এটা সহীহ মুসলিমের ৫২৩ নম্বর হাদীস। এ হাদীস দ্বারা চাঁদ-সূর্যের মত স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। এটাই ১৪০০ বছরের বিশ্ব মুসলিমের আকীদাহ।

আরেকটি হাদীসঃ

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 'তবূক' যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন তিনি হযরত আলী (রযি)-কে বাচ্চা ও মহিলাদের দেখাশোনা করার জন্যে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। তখন আলী (রযি) নবীজিকে বলেছিলেনঃ আপনি আমাকে বাচ্চা ও নারীদের কাছে রেখে যাচ্ছেন ?

তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেনঃ

أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي

তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক মূসা ও হারূনের মত হোক; তবে নিশ্চয় আমার পর কোন নবী হবে না।

অর্থাৎ, হে আলী ! মূসা নবীর তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হারূন আলাইহিস সালাম যেমন তাঁর অনুসারীদের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন, সেই রকম আমার 'তবূক' যুদ্ধে যাওয়ার পর মদীনার মানুষদের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবে তুমি। তবে তুমি এত মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও হারূনের মত নবী নও। কেননা, আমার পর কোন নবী হবে না।

সুনানে তিরমিযীর ৩৬৮৬ নম্বর হাদীসে হযরত উকবাহ ইবনে আমির রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ

“আমার পরে যদি কোন নবী হত, তাহলে উমার ইবনুল খত্তাব অবশ্যই নবী হত।” এসব হাদীস ও কুরআন মজীদের আয়াত সমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন নবী আসবেন না। এটাই আমাদের আকীদাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই ফেতনার যুগে আমাদের সকলকে ঈমান ও আমলের হিফাযত করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)